যায়যায়দিন

তারিখ ... 10 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

নেতৃত্ব গঠনে ছাত্র রাজনীতি

মু. নূরনবী

ছাত্র রাজনীতি থাকবে কি থাকবে না- এ নিয়ে দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ ও শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী বনাম সরকারের বক্তব্য প্রায় পরস্পরবিরোধী। এক পক্ষ বলছেন, ছাত্ররা শুধু পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকবে, তাদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করার দরকার নেই। আবার অন্য পক্ষ বলছেন, না, ছাত্রদের জাতীয় পলিসিতে অংশগ্রহণ থাকলে আগামী দিনের কর্ণধার হিসেবে একটা ধারণা ও পলিসি মেকিংয়ের জন্য ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। এ গ্রুপটি ছাত্র রাজনীতির সোনালি যুগ খ্যাত ১৯৫২-৯০ এর মধ্যকার বিভিন্ন সংগ্রাম-আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে। অন্যদিকে ছাত্র রাজনীতির বিরোধী মহল সাম্প্রতিক সময়ের লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির তিক্ত অভিজ্ঞতাকে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন।

এ দেশের ছাত্র রাজনীতির পূর্বোক্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের নিজস্ব উদ্যোগে 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সংঘ' নামে প্রথম ছাত্র সংগঠনের জন্ম হয়। এ সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিল সাধারণত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চ হিন্দু পরিবারের ছেলেরা। অন্যদিকে মুসলিম পরিবারের কোনো অভিভাবক চাইতেন না তার সন্তান রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হোক। যার কারণে ত্র রাজনীতিতে মুসলিম ঘরের ছেলেদের গমন ঘটে এর কিছু সময় পরে। বিশেষ র মুসলমান নেতৃত্বাধীন নেতারা লমান ছাত্রদের দিয়ে নিজেরা উদ্যোগী য় একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করলেন। ঃ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালীন অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে লিম ছাত্রদের দ্বারা একটি ছাত্র সংগঠন রির আহ্বান জানানো হয়। এরই রাবাহিকতায় ১৯৩২ সালে 'অল বেঙ্গল লিম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' তষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে লিম লীগের ব্যাপক বিজয়ের পর তারা মুসলিম লীগের অনুসারী হয়ে পড়ে ং 'অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস াসোসিয়েশন' ভেঙে 'অল বেঙ্গল লিম স্টুডেন্টস লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সর্বশেষ ৯০-এর স্বৈরাচার পতনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা সবার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতি জাতিকে কঠিন সমস্যা উত্তরণে সহায়তা করেছে, তা আজ শুধু কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতার কারণে কলুষিত। ছাত্র রাজনীতিতে এক সময় ছিল তুখোড় ও মেধাবী ছাত্রদের পদচারণা অথচ আজ অছাত্র, সন্ত্রাসী আর টেন্ডারবাজদের দখলে ছাত্র রাজনীতি। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের হীন স্বার্থ আদায়ের নিমিত্তে ছাত্রদের ব্যবহার করেছে যেনতেনভাবে। সংবাদপত্রের পাতা খুললেই দেখা যায়, জনৈক ছাত্রনেতার হাতে ওমুক শিক্ষক লাঞ্ছিত। অথবা কোনো নেতার চেলা বাহিনীর হাতে অন্যপক্ষের কর্মী লাঞ্ছিত। সাম্প্রতিক সময়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিকা নির্যাতনের কাহিনী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র সংগঠনের দুই গ্রুপের মারামারিতে কমান্ডো স্টাইলে এক ছাত্রীকে বিবস্ত্র করার ঘটনা দেশব্যাপী আলোচিত ঘটনা। এছাড়া আরো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা যথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে জহুরুল হক হলের প্রভোস্টকে এক ছাত্রনেতা কর্তৃক মারধর, জাতির বিবেক খ্যাত শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ মদদে বিনা উস্কানিতে দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুরের মহোৎসব ছাত্র রাজনীতি নিয়ে নতুন করে চিন্তার উদ্রেক করে। সরকারের নীতিনির্ধারক মহল ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগে যায়। শুরু হয় পক্ষে-বিপক্ষে মতামত তুলে ধরার পালা। স্পষ্টত বিভাজন দেখা যায় দেশের শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে।

ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের হাতে না থেকে আজ ছাত্র নামের আদুভাইদের হাতে চলে গেছে। এর জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর সময়মতো কাউন্সিল না হওয়াকেই অনেকে প্রধান সমস্যা হিসেবে মনে করেন। আবার বড় রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনের পদ নিয়ে বড় অঙ্কের বাণিজ্য আজ ওপেন সিক্রেট। সে ক্ষেত্রে দেখা যায় মেধার রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নেতাকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। ফলে ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা মেধার পরিবর্তে পেশিশক্তি প্রদর্শনে সদাব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর প্রভাবটা হল পর্যায়ে অহরহ দেখা যায়। বর্তমান ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের রাজনৈতিক নেতাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য প্রায়ই ধর্মঘটের ডাক দেয়। এর ফলে দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা সেশনজট নামক দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে। হারিয়ে যায় জীবন থেকে মূল্যবান সময়। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সম্প্রতি তাদের এক গবেষণায় প্রকাশ করেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের গড় উপস্থিতির হার মাত্র ৪৮ ভাগ অথচ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ৭৫ ভাগ উপস্থিতি প্রয়োজন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এ হার ৩৫ ভাগ। প্রায় ৭২ ভাগ ছাত্রনেতা চাঁদাবাজি করে থাকে। ছাত্রনেতাদের চাঁদা না দিয়ে ক্যাম্পাসে কোনো কাজ সম্পন্ন করার সম্ভাব্যতা মাত্র চার ভাগ। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সেনাবাহিনী সংঘর্ষের ঘটনার তদন্ত কমিশনের প্রধান (অব.) বিচারপতি হাবিবুর রহমান ছাত্র রাজনীতিকে লেজুড়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড থেকে বের করে আনার পরামর্শ দেন।

পরিশেষে বলা যায়, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ কোনো সমাধান হতে পারে না, বরং এ জন্য রাজনৈতিক দলের কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একান্ত জরুরি। গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতি দেশের জন্য পজিটিভ হতে পারে। এ জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর ভেতর স্বচ্ছ গণতন্ত্র চর্চা, সহনশীলতা, লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা, নিয়মিত কাউন্সিলের ব্যবস্থা করা, নেতাকর্মীদের বয়স নির্ধারণ করা, মেধাবীদের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করা এবং সর্বোপরি ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে মানুষ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। একটি সুন্দর, আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রয়োজন সুস্থ একাডেমিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং ক্যাম্পাসে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি পরিহার আমাদের সবার কাম্য। ছাত্র রাজনীতি হোক ছাত্রদের কল্যাণে, দেশ ও জাতির